দৈনিক খবর

তারিখ 11 MAY 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চিত্রে ঘূর্ণিঝড়বিধ্বস্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

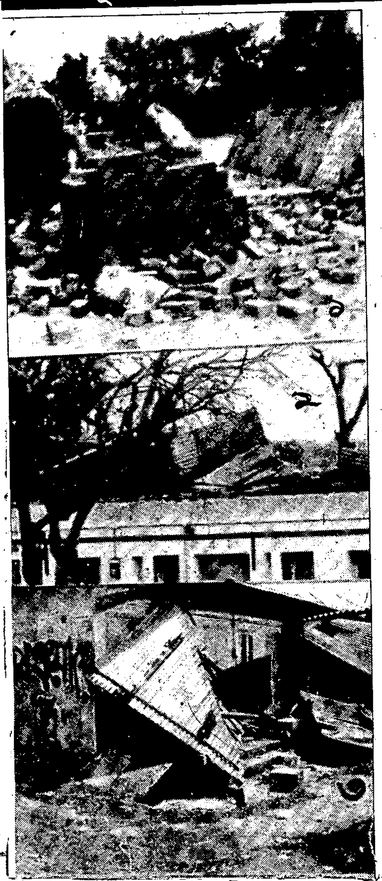

দুর্গতদের পুনর্বাসনে সরকার সম্ভাব্য সব কিছু করছে
—বাণিজ্যমন্ত্রী

পটুয়াখালী, ৯ই মে (তথ্য বিবরণী)।– বাণিজ্যমন্ত্রী মোঃ কেরামত আলী বলেছেন, সরকার সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার লোকদের পুনর্বাসনের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং সম্ভাব্য সবকিছু করবেন।

তিনি গতকাল পটুয়াখালী জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী কলাপাড়া উপজেলার ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার জনগণের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন।

মন্ত্রী কলাপাড়া উপজেলায় ত্রাণ তৎপরতা প্রত্যক্ষ করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এক পর্যালোচনা সভায় মিলিত হন। তিনি বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকার সব শক্তি দিয়ে দুর্গত মানুষকে সাহায্যের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আহবানে সাড়া দিয়ে বিশ্বের বন্ধুপ্রতিম দেশগুলো বিপুল সাহায্য-সামগ্রী প্রেরণ করছেন।

চট্টগ্রামে ত্রাণ তৎপরতা জোরদার

চট্টগ্রাম, ৮ই মে (তথ্য বিবরণী)।– সাম্প্রতিক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে আজ নগদ ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা, ৬.১ মেট্রিক টন চাল, ৮০০টি প্যান্ট, ২৩০টি শাড়ী, ১৫৯টি লুঙ্গী, ১৩০০ শার্ট, ৪৮০টি গেঞ্জী, ১১০টি তোয়ালে, ৩৬ কার্টন শিশুখাদ্য, ১৫০টি বিছানার চাদর এবং ৫৫৮ প্যাকেট বিস্কুট ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়া বেসরকারী সূত্র হতে প্রাপ্ত ২১৪ বস্তা চালও বিতরণ করা হয়।

এ নিয়ে এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম জেলার উপদ্রুত এলাকায় দুর্গত জনগণের মধ্যে নগদ ৩৫ লাখ টাকা, ৪,৪৩৬.৬ মেট্রিক টন এবং আরও ২১৪ বস্তা চাল, বিপুল পরিমাণ গম, শাড়ী, লুঙ্গী, প্যান্ট, গেঞ্জী, বিস্কুট, ওষুধপত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

স্পীকার আবদুর রহমান বিশ্বাস ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত চট্টগ্রাম রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ জোন এবং বেশ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত মিল কারখানা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি মিল কর্তৃপক্ষকে সরকারের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : গত ২১শে এপ্রিল প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয় নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে। অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য ভবনসহ (১) শহিদ মিনার, (২) মেডিকেল সেন্টার, (৩) সোহর ওয়ার্দী হল, (৪) শামসুন্নাহার হল, (৫) শাহ আমানত হল, (৬) শাহ জালাল হল, (৭) কর্মচারী আবাসসহ বিভিন্ন ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এগুলো সংস্কারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ছাত্র-ছাত্রী ও সংশ্লিষ্টদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে

চট্টগ্রামের দুর্গত এলাকায় আইজিপি

পুলিশের মহাপরিদর্শক এ এম চৌধুরী গত ৫ই মে চট্টগ্রাম নগরীর দুর্গত এলাকা পরিদর্শন এবং দুর্গতের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী ও পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি বিতরণ করেন। তিনি ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে নিহত মানুষ ও গবাদিপশুর মৃত দেহ উদ্ধারের কাজে পুলিশ বাহিনীর তৎপরতার পর্যালোচনা করেন। ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত বন্দরখানা হালিশহর, ফাঁড়ি, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন, রেলওয়ে পুলিশ লাইন পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের আশ্বাস দেন। তিনি পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকর্তা ও সদস্যদের জাতির এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণে সহায়তা এবং নিহত মানুষ ও গবাদি পশুর মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য পুলিশ বাহিনীর আরও সদস্য নিয়োগ করার নির্দেশ দেন। তার এই নির্দেশ মোতাবেক চট্টগ্রাম শহর ও জেলা এলাকা এবং কক্সবাজার এলাকার বিভিন্ন দুর্গত থানাগুলোতে ইতিমধ্যে তিনশ' অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে।

আইজিপি চকোরিয়াসহ কক্সবাজার-এর বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। ঘূর্ণিঝড়ে কক্সবাজার জেলার সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত পুলিশ লাইন পরিদর্শন শেষে উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে নিজেদেরকে জাতির এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আরো কষ্টের পরিশ্রম করে আইন শৃংখলা রক্ষা তথা মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের নির্দেশ দেন। ৭ই মে তিনি রাঙ্গামাটি জেলার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পুলিশ স্পেশাল ট্রেনিং স্কুল, বেতবুনিয়া এবং সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত রাঙ্গামাটি জেলার পুলিশ লাইন পরিদর্শন করেন।

দুর্গত এলাকার জন্য স্বাস্থ্য বার্তা

* দুর্গত এলাকার বাড়ী-ঘরের পানি চলে যাওয়ার সাথে সাথে বাড়ীর আশপাশের ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করুন।

* মরা চা জীবজন্তু, পশু-পাখী মাটির নীচে পুঁতে ফেলুন যেন পানি ও আবহাওয়া দূষিত করতে না পারে।

* যেখানে সম্ভব কষ্ট করে হলেও টিউবওয়েলের পানি সংগ্রহ করুন এবং এই পানি খাওয়া ও থালাবাসন ধোয়ার কাজে ব্যবহার করুন।

* বর্তমান পরিস্থিতিতে টিউবওয়েলের পানি পাওয়া না গেলে পানি শোধক বড়ি বা ফিটকিরি দিয়ে পানি নিরাপদ করে নিতে পারেন। ১৫ মিলিগ্রামের দুইটি ছোট বড়ি ১০ লিটার বা মাঝারী সাইজের এক কলসী পানিতে গুলিয়ে আধঘন্টা পর ব্যবহারের উপযোগী হয়। এছাড়া, এক কলসী পানিতে চা চামচের পূর্ণ এক চামচ ফিটকিরি মিশিয়ে ১ ঘন্টা পর ব্যবহার করা যায়।

* মল ত্যাগের জন্য পায়খানা ব্যবহার করুন। পায়খানা না থাকলে গর্ত করে মল ত্যাগ করুন এবং ছাই বা মাটি দিয়ে ঢেকে দিন।

এসব বার্তা দুর্গত এলাকায় জনগণের নিকট প্রচারের জন্য কর্মরত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকর্মী, মেডিকেল টীম ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।